COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION AND TECHNOLOGY (CBAT), KUSHTIA.

Lecture- 4 **Bangladesh Studies (3105)**

BBA THIRD YEAR FIFTH SEMESTER

1. Describe the Agartala Conspiracy Case.

Agartala Conspiracy Case is a case framed by the Pakistan Government in 1968 during the Ayub regime against Awami League chief SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, some in-service and ex-service army personnel and high government officials.

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মরত ও প্রাক্তন সদস্য এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

They were accused of involvement in a conspiracy to secede the East wing from Pakistan with the help of the government of India. The *petitis principii* in the petition was that the conspiracy was concocted between the Indian party and the accused persons at Agartala city of Tripura in India. The case was thus called Agartala Conspiracy Case.

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা ভারত সরকারের সহায়তায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ভারতের ত্রিপুরার আগরতলা শহরে ভারতীয় পক্ষ ও আসামী পক্ষদের মধ্যে এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে মামলায় উল্লেখ থাকায় একে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়।

However, the Pakistan government was compelled to withdraw the case in the face of a mass movement in East Pakistan.

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই মামলা এবং এর প্রতিক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের তীব্র আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার অচিরেই মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

2. Describe the Killing of Intellectuals in Bangladesh.

Killing of Intellectuals one of the most brutal and savage carnages in the history of Bangladesh. It was a planned killing of the Bangali intellectuals- educationists, journalists, literateurs, physicians, scientists, lawyers, artists, philosophers and political thinkers - executed by a group of collaborators under the directive and guidance of the Pakistani military rulers during the WAR OF LIBERATION in 1971

বুদ্ধিজীবী হত্যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধন বাংলাদেশের ইতিহাসে নৃশংসতম ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। বাঙালি শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ এই সুপরিকল্পিত নিধনযজ্ঞের শিকার হন। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে এক শ্রেণীর দালালরা এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে।

The brutality and killing took a serious turn especially in Dhaka during the days preceding the surrender of the Pak army, particularly on 14 December, the day now commemorated as Shaheed Buddhijibi Hatya Dibash (Martyred Intellectuals Day).

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিনগুলোতে, বিশেষত ১৪ ডিসেম্বর এই বর্বরতা ও হত্যার্য ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। ১৪ ডিসেম্বর তাই শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস রূপে স্মরণীয় হয়ে আছে।

The number of intellectuals killed is estimated as follows: educationist 991, journalist 13, physician 49, lawyer 42, others (litterateur, artist and engineer) 16.

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত সংখ্যা অদ্যবধি নিরূপিত হয়নি। প্রাপ্ত তথ্যসূত্র থেকে শহীদদের মোটামুটি একটা সংখ্যা দাঁড় কারানো যায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী এবং ১৬ জন সাহিত্যিক, শিল্পী ও প্রকৌশলী।

3. Critically discuss the role of India in the Liberation War of Bangladesh.

Or

Critically discuss the role of U.S.S.R in the Liberation War of Bangladesh.

At the international level, the United States and the People's Republic of China considered the crisis as an internal affair of Pakistan. On the other hand, India, Soviet Union and her allies and general masses in Japan, and Western countries stood solidly behind Bangladesh.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন পাকিস্তানকে কৌশলগত সমর্থন দেয়। পক্ষান্তরে, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের মিত্র দেশসমূহ এবং জাপান ও পশ্চিমের অনেক দেশের সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়।

In order to gain strategic advantage vis-a-vis Sino-US-Pakistan axis, Indo-Soviet Friendship Treaty was signed on 9 August 1971. It provided a new dimension to the War of Liberation.

চীন-যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান অক্ষের বিরুদ্ধে কৌশলগত সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

The joint command of the Mukti Bahini and the Indian army was underway from November 1971. Lieutenant General Jagjit Singh Aurora, Commander, Eastern Command of Indian Army, became the commander of the joint forces. The joint command of the Mukti Bahini and the Indian Army, however, started operation from the evening of 3 December, when the Pakistan Air Force bombed Amritsar, Sree Nagar and the Kashmir valley. Immediately, the Indian armed forces were ordered to hit back the Pakistan army and thus the Indo-Pak war broke out. The Mukti Bahini and the Indian army continued advancing inside Bangladesh and the defeat and surrender of the Pakistan army became a matter of time.

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। অবশ্য ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অমৃতসর, শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণের পর থেকেই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। তখনই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্দেশ আসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রত্যাঘাত করার। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

International efforts for a cease-fire before Bangladesh is fully liberated failed due to Soviet veto in the United Nations Security Council.

বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এতে ভেটো প্রয়োগ করায় এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়।

The Indian troops and the freedom fighters of No 11 Sector reached Tongi on 14 December and Savar in the morning of 16 December.

ভারতীয় সৈন্য এবং এগারো নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার টঙ্গীর কাছে পৌঁছে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে তারা সাভারে অবস্থান নেয়।

A fleet of helicopters landed on the tarmac of Dhaka airport at about 4 p.m. with Lieutenant General Aurora and his staff. Group Captain AK Khandaker, Deputy Chief of Staff, Bangladesh Forces represented the Mukti Bahini. Lieutenant General AAK Niazi received Lieutenant General Aurora. The instrument of surrender was signed by Lieutenant Jagit Sing Aurora and Lieutenant General Niazi at the RAMNA RACECOURSE (now Suhrawardy Uddyan) at one minute past 5 p.m. on 16 December 1971.

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কম্যান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।

During the WAR OF LIBERATION in 1971, an estimated ten million refugees fled from Bangladesh to neighbouring India to escape from the atrocities of the Pakistan Army and their local collaborators

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১০ মিলিয়ন শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় নেয়।

To help refugees on their way back, they were given food for the journey, medical assistance, and two weeks' basic rations.

ফেরার সময় শরণার্থীদেরকে যাত্রাপথে খাবার, মেডিক্যাল সহায়তা এবং দু সপ্তাহের প্রাথমিক রেশন প্রদান করা হয়।

4. What were the major features of Bangladesh Constitution?

Constitution of the People's Republic of Bangladesh was adopted by the Constituent Assembly on 4 November 1972 and came into force on 16 December of the same year, marking the Victory Day.

সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং একই বছর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বলবৎ হয়।

The Constitution has 153 Articles arranged under eleven parts and 4 schedules entitled the Republic, Fundamental Principles of State Policy, Fundamental Rights, the Executive, Prime Minister and the Cabinet, the Legislature, Legislative and Financial Procedure, Ordinance Making Power, Judiciary, Elections, Comptroller and Auditor General, Services of Bangladesh, Public Service Commission, Emergency Provisions, Amendment of the Constitution, and Miscellaneous.

সংবিধানে এগারোটি ভাগে বিন্যস্ত মোট ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। ভাগগুলি হচ্ছে: প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, নির্বাহী, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, আইনসভা, অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশের কর্মবিভাগ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, জরুরি বিধানাবলি, সংবিধান সংশোধন ও বিবিধ।

5. Briefly mention all the amendments to the Bangladesh Constitution.

Or

Present the short title of all the amendments to the Bangladesh Constitution. #Critically discuss the 5th amendment in this regards in line with the recent development.#

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh has been amended several times. The following is a brief account of these acts and orders.

সাংবিধানিক সংশোধনী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়েছে। সেসব সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

First Amendment Act The Constitution (First Amendment) Act 1973 was passed on 15 July 1973.

প্রথম সংশোধনী আইন ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই 'সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩' গৃহীত হয়।

Second Amendment Act The Constitution (Second Amendment) Act 1973 was passed on 22 September 1973.

দ্বতীয় সংশোধনী আইন সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩ গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর।

Third Amendment Act The Constitution (Third Amendment) Act 1974 was enacted on 28 November 1974 by bringing in changes in Article 2 of the constitution with a view to giving effect to an agreement between Bangladesh and India in respect of exchange of certain enclaves and fixation of boundary lines between India and Bangladesh .

তৃতীয় সংশোধনী আইন সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৪ বলবৎ হয় ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর। এর দ্বারা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কতিপয় ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত রেখা নির্ধারণের ব্যাপারে একটি চুক্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা হয়।

Fourth Amendment Act The Constitution (Fourth Amendment) Act 1975 was passed on 25 January 1975. Major changes were brought into the constitution by this amendment.

চতুর্থ সংশোধনী আইন সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫ গৃহীত হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। এই সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানে কতিপয় বড় পরিবর্তন আনা হয়।

 # Fifth Amendment Act This Amendment Act was passed by the Jatiya Sangsad on 6 April 1979. This Act amended the Fourth Schedule to the constitution by adding a new paragraph 18 thereto, which provided that all amendments, additions, modifications, substitutions and omissions made in the constitution during the period between 15 August 1975 and 9 April 1979 (both days inclusive) by any Proclamation or Proclamation Order of the Martial Law Authorities had been validly made and would not be called in question in or before any court or tribunal or authority on any ground whatsoever.

পঞ্চম সংশোধনী আইন এই সংবিধান আইন জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল। এই আইন দ্বারা সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন করা হয় এবং তাতে ১৮ প্যারাগ্রাফ নামে একটি নতুন প্যারাগ্রাফ যুক্ত করা হয়। এতে বলা হয় যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখসহ ওই দিন থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত (ঐ দিনসহ) সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের যে কোনো ঘোষণা বা আদেশ বলে সম্পাদিত সংবিধানের সকল সংশোধনী, সংযুক্তি, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলুপ্তি বৈধভাবে সম্পাদিত বলে বিবেচিত হবে এবং কোনো কারণেই কোনো আদালত বা ট্রাইবুন্যালে এসবের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না।

Sixth Amendment Act The Sixth Amendment Act was enacted by the Jatiya Sangsad with a view to amending Articles 51 and 66 of the 1981 constitution.

ষষ্ঠ সংশোধনী আইন ১৯৮১ সালের সংবিধানের ৫১ ও ৬৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ কর্তৃক এই আইন কার্যকর হয়।

Seventh Amendment Act This Act was passed on 11 November 1986.

সপ্তম সংশোধনী আইন ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর এই আইন পাস হয়।

Eighth Amendment Act This Amendment Act was passed on 7 June 1988. It amended Articles 2, 3, 5, 30 and 100 of the constitution. This Amendment Act (i) declared ISLAM as the state religion; (ii) decentralised the judiciary by setting up six permanent benches of the High Court Division outside Dhaka; (iii) amended the word 'Bengali' into 'Bangla' and 'Dacca' into 'Dhaka' in Article 5 of the constitution; (iv) amended Article 30 of the constitution by prohibiting acceptance of any title, honours, award or decoration from any foreign state by any citizen of Bangladesh without the prior approval of the president. It may be noted here that the Supreme Court subsequently declared the amendment of Article 100 unconstitutional since it had altered the basic structure of the constitution.

অষ্টম সংশোধী আইন ১৯৮৮ সালের ৭ জুন এই সংশোধনী আইন পাস হয়। এর দ্বারা সংবিধানের ২, ৩, ৫, ৩০ ও ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনী আইনবলে (১) ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষিত হয়; (২) ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়; (৩) সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে Bengali শব্দটি পরিবর্তন করে Bangla করা হয় এবং Dacca পরিবর্তন করে Dhaka করা হয়; (৪) সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি ছাড়া এদেশের কোনো নাগরিক কর্তৃক কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রদত্ত কোনো খেতাব, সম্মাননা, পুরস্কার বা অভিধা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

Ninth Amendment Act The Constitution (Ninth Amendment) Act 1989 was passed in July 1989. This amendment provided for the direct election of the vice-president; it restricted a person in holding the office of the PRESIDENT for two consecutive terms of five years each; it also provided that a vice-president might be appointed in case of a vacancy, but the appointment must be approved by the Jatiya Sangsad.

নবম সংশোধনী আইন সংবিধান আইন, ১৯৮৯ (নবম সংশোধনী) পাস হয় ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে। এই সংশোধনী দ্বারা রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান করা হয়; রাষ্ট্রপতির পদে একই ব্যক্তির দায়িত্ব পালন পর পর দুই মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় (প্রতি মেয়াদকাল ৫ বছর)। এই সংশোধনীতে আরও বলা হয় যে, শূন্যতা সৃষ্টি হলে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা যেতে পারে, তবে সেই নিয়োগের পক্ষে জাতীয় সংসদের অনুমোদন আবশ্যক হবে।

Tenth Amendment Act The Tenth Amendment Act was enacted on 12 June 1990. It amended, among others, Article 65 of the constitution, providing for reservation of thirty seats for the next 10 years in the Jatiya Sangsad exclusively for women members, to be elected by the members of the Sangsad.

দশম সংশোধনী আইন ১৯৯০ সালের ১২ জুন দশম সংশোধনী আইন কার্যকর হয়। এর দ্বারা, অন্যান্যের মধ্যে, সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের বিধান করা হয়, যেসব আসনে নারীরা নির্বাচিত হবেন সংসদ সদস্যদের ভোটে।

Eleventh Amendment Act This Act was passed on 6 August 1991. It amended the Fourth Schedule to the constitution by adding a new paragraph 21

একাদশ সংশোধনী আইন এই আইন পাস হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট। এই আইনবলে সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধন করা হয় এবং তাতে ২১ নং নতুন প্যারাগ্রাফ সংযুক্ত করা হয়.

Twelfth Amendment Act This Amendment Act, known as the most important landmark in the history of constitutional development in Bangladesh, was passed on 6 August 1991.

দ্বাদশ সংশোধনী আইন বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিকাশের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে খ্যাত এই সংশোধনী আইন পাস হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট।

Thirteenth Amendment Act The Constitution (Thirteenth Amendment) Act 1996 was passed on 26 March 1996. It provided for a non-party CARETAKER GOVERNMENT which, acting as an interim government, would give all possible aid and assistance to the Election Commission for holding the general election of members of the Jatiya Sangsad peacefully, fairly and impartially. The non-party caretaker government, comprising the Chief Adviser and not more than 10 other advisers, would be collectively responsible to the president and would stand dissolved on the date on which the prime minister entered upon his office after the constitution of the new Sangsad.

ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন সংবিধান আইন, ১৯৯৬ (ত্রয়োদশ সংশোধনী) পাস হয় ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ। এর দ্বারা একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান করা হয়, যা একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন হিসেবে কাজ করবে এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অনূর্ধ্ব ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিতব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে এবং নতুন সংসদ গঠনের পর নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের তারিখে বিলুপ্ত হবে।

6. Describe the major religious, national and social festivals of Bangladesh culture.

Religious festivals:-

The two main religious festivals of the Muslims of Bangladesh are EID-UL FITR and EID-UL AZHA. Eid-ul Fitr is observed after the end of Ramadan. The social meaning of Eid is joyful festival, while its etymological meaning denotes returning time and again. Like all other social festivals, Eid returns every year. So is the case with Eid-ul Azha. The same can be said of HAJJ.

বাংলাদেশের মুসলমানদের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। রমজান শেষে ঈদুল ফিত্‌র পালিত হয়। ঈদের সামাজিক অর্থ উৎসব, আর আভিধানিক অর্থ পুনরাগমন বা বারবার ফিরে আসা। অন্যান্য সামাজিক উৎসবের মতো ঈদও বারবার ফিরে আসে। একই কথা প্রযোজ্য ঈদুল আযহা ও হজ্জ সম্পর্কেও।

The biggest religious festival of the Hindu community in Bengal was and still is the DURGA PUJA.

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা।

National festivals:-

Pahela Baishakh first day of the Bangla year. Pahela Baishakh is celebrated in a festive manner in both Bangladesh and West Bengal. In Bangladesh Pahela Baishakh is a national holiday. Pahela Baisakh falls on April 14 or 15.

পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। এ দিনটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব । এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ। এদিন সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

Shaheed Dibash The 21st day of February (EKUSHEY FEBRUARY) is being officially observed as the Shaheed Dibash (Martyrs' Day) since the emergence of Bangladesh.

শহীদ দিবস বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

Independence Day The independence of Bangladesh was declared on 26 March 1971 following the crackdown by the Pakistani army on the night of 25 March 1971.

স্বাধীনতা দিবস ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

Bijoy Dibash commemorates the day in 1971 (16 December) when ninety thousand troops of the Pakistan occupation army surrendered to the allied forces of Bangladesh and India at Suhrawardy Udyan in Dhaka. The day is observed with due solemnity and nationalistic fervour. The first ray of the morning is heralded with a 31 gun-salute. In capital Dhaka, there is usually a ceremonial military parade in which all uniformed services are represented. Hundreds of thousands of people gather at the National Parade Square to watch this parade. Floral wreaths are laid at the Jatiya Smriti Saudha (National Memorial Monument) at Savar near Dhaka in memory of those who sacrificed their lives for the liberation of the country.

বিজয় দিবস ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পালিত হয়, যেদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর নব্বই হাজার সদস্য বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। দিনটি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনাসহ উদযাপিত হয়ে থাকে। ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যুষে দিবসটির সূচনা ঘোষণা করা হয়।

হালখাতা প্রধানত ব্যবসায়ীদের একটি উৎসব। বাংলা নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা নতুন হিসাব খোলে এবং তাদের ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে। শহর ও গ্রাম উভয়ত্র হালখাতার প্রচলন রয়েছে।

Though weddings are social events, the ceremonies and rituals associated with them are in the nature of folk festivals. Once a marriage is arranged, close relations start visiting the homes of both parties to attend a variety of rites. Such ceremonies as *aiburobhat*, *GAYE HALUD* and *adhibas* heighten the joy of marriage.

সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিয়ে। বিয়ে একটি সামাজিক প্রথা, তবে তার সঙ্গে জড়িত আচার-অনুষ্ঠানসমূহ লোকজ উৎসবের অংশ। বিয়ের পাকা দেখার পর থেকেই শুরু হয় নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যাতায়াতের পালা। বর-কনের বাড়িতে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হতে থাকে। আইবুড়োভাত, গায়ে হলুদ , অধিবাস ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান বিয়ের আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়।

7. Briefly discuss the aim and objectives of foreign policy of Bangladesh.

foreign relations or foreign policy. However, these relations, which are considered important to a country, are subject to change for the sake of the country's interests. Bangladesh has pursued its foreign relations or foreign policy since its emergence as an independent state in 1971, although the policy underwent remarkable changes during the last 25 years.

বৈদেশিক সম্পর্ক প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন ও গতিপ্রকৃতির ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে একটি দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একে পররাষ্ট্রনীতিও বলা হয়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নির্ভর করে তার বৈদেশিক সম্পর্ক বা নীতির ওপর। অবশ্য দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্ক দেশের স্বার্থে পরিবর্তনযোগ্য। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর একটি বৈদেশিক সম্পর্ক বা নীতি অনুসরণ করে আসছে, যদিও গত ২৫ বছরে সেই নীতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

The CONSTITUTION provides that the foreign policy of Bangladesh would be guided by a number of fundamental principles. These principles were stated in the Articles 25(a), (b) and (c) of the Constitution. These are as follows: The State shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter, and on the basis of those principles shall (a) strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament; (b) uphold the right of every people freely to determine and build up its own social, economic and political system by ways and means of its own free choice; and (c) support oppressed peoples throughout the world waging a just struggle against imperialism, colonialism or racialism'.

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কয়েকটি মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে বলে সংবিধানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৫ (ক) (খ) (গ) অনুচ্ছেদে এ নীতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছিল। এ-বিষয়ক প্রস্তাবনায় বলা হয়, "জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।"

8. Briefly discuss the aim and objectives of SAARC.

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) regional alliance consisting of seven countries, namely, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan , Sri Lanka and Afghanistan .

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, মালদ্বীপ , শ্রীলঙ্কা , Afghanistan নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট।

The original Charter of SAARC simply recognized the possibility that increased cooperation, contact and exchanges would contribute to the promotion of friendship and understanding among the member states and promote the welfare of the people of South Asia. The Charter as declared at Dhaka Summit included eight broad objectives which are:

সার্ক-এর মূল সনদে যে সম্ভাব্যতা সহজেই স্বীকৃত তা হলো সদস্য দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা, যোগাযোগ ও বিনিময়ের মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও সমঝোতা বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন। ঢাকা শীর্ষসম্মেলনে ঘোষিত সার্ক সনদের আটটি উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে

(1) to promote the welfare of the peoples of South Asia and improve their quality of life; ১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

(2) to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region, and to provide all individuals opportunity to live in dignity and to realize their full potentials; ২. এ

অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অগ্রগতি সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি দেশের স্ব স্ব মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

(3) to promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia; ৩. সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সমষ্টিগত আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা;

(4) to contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problems; ৪. পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, সমঝোতা এবং অন্যের সমস্যা উপলব্ধি করা;

(5) to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields; ৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা বৃদ্ধি;

(6) to strengthen cooperation with other developing countries; ৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো;

(7) to strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interests; and ৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা;

(8) to cooperate with international and regional organisations with similar aims and purposes. ৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

* The South Asian Preferential Trading Arrangement (SAPTA) was established in April 1993. This is the fist major economic initiative taken by SAARC since its inception. The SAPTA aims at promoting and sustaining mutual trade and economic cooperation among the member-countries on the basis of reciprocity. Under SAPTA, product wise tariff concessions have to be negotiated amongst the member countries on a step-by-step basis. It is envisaged that both tariff and non-tariff barriers will be removed phase-wise selecting specific group of commodities. It is believed that the anticipated trade expansion through SAPTA will increase economic activities leading to enhanced intra-regional trade, which will in turn help the region alleviate its poverty by generating new employment opportunities for the people at different levels of production and export services.

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) স্বাক্ষরিত হয়। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটাই প্রথম বড় ধরনের উদ্যোগ। সাপটা গঠনের লক্ষ্য ছিল সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তিতে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উন্নয়ন ও তার স্থায়িত্ব বজায় রাখা। সাপটার আওতায় সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ধাপে ধাপে বাণিজ্যিক শুল্ক হ্রাসের বিষয় নির্ধারিত হয়। শুল্কযুক্ত ও শুল্কবিহীন পণ্যসামগ্রী নির্ধারণে বিরাজমান বাধাগুলি পর্যায়ক্রমে দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আশা ব্যক্ত করা হয় যে, সাপটার মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে, যা পরিণামে উৎপাদন ও রপ্তানি বাণিজ্যে সাধারণ মানুষের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং তা এ অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

- The SAPTA agreed to offer tariff concessions for a total of 226 products. A total of 100 products were earmarked for the four least developed countries of SAARC (Bangladesh, Bhutan, Maldives and Nepal). For these 100 products, the four countries could get special treatment from the relatively more developed members, namely, India, Pakistan and Sri Lanka with no reciprocity requirement. In the second round of negotiations,

some 2013 products were offered for tariff concessions of which 764 are exclusively in favour of the least developed countries of the region.

মোট ২২৬টি পণ্যের ক্ষেত্রে সাপটা বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করতে সম্মত হয়। চারটি স্বল্পোন্নত দেশ নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান ও মালদ্বীপের ১০০টি পণ্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। এসব পণ্যের ক্ষেত্রে এই চারটি দেশ উন্নততর দেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার চেয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমঝোতা হয় যে, ২০১৩টি শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যের মধ্যে ৭৬৪টির ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলি বিশেষ ছাড় পাবে।

9. Discuss the background and salient features of peace Accord-1997 in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

Chittagong Hill Tracts Peace Accord, 1997 an agreement signed on 2 December 1997 between the government of Bangladesh and the PARBATYA CHATTAGRAM JANA-SAMHATI SAMITI (PCJSS).

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭ বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

On the eve of the formation of the Constitution of Bangladesh a delegation of hill people headed by MANABENDRA NARAYAN LARMA formally placed before Prime Minister SHEIKH MUJIBUR RAHMAN some demands for autonomy towards maintaining cultural and linguistic identity of the hill people. But the government refused to accede to their demands. The failure of the government to accommodate the demands of the hill people led Larma to form the Parbatya Chattagram Jana-Samhati Samiti in March 1973. Subsequently an armed wing called the SHANTI BAHINI (Peace Forces) was added to it.

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগণের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতির স্বীকৃতি সম্পর্কিত কতিপয় দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন। কিন্তু সরকার তাদের এ দাবি মেনে নেয় নি। পাহাড়ি জনগণের দাবি মেনে নিতে নতুন সরকারের ব্যর্থতার ফলে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে পাহাড়ি জনগণের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যোগ হয় শান্তিবাহিনী নামে একটি সামরিক শাখা।

Since the 1980s, the PCJSS gave a new identity to the hill people. It was Jumma nationalism. It claimed that the thirteen different ethnic communities in the CHT together constitute the Jumma nation. The nomenclature was adopted to unify the hill people under one banner in order to counter the hegemony of the majority. More importantly, it was an assertion of their equality and an attempt to come out of the negativism associated with tribalism. The PCJSS also demanded that a constitutional guarantee be given to their cultural distinctiveness.

বিশ শতকের আশির দশক থেকে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জাতীয়তাবাদ নামে পাহাড়ি জনগণের একটি নতুন পরিচিতি তুলে ধরে। এতে দাবি করা হয় যে, পার্বত্য এলাকার ১৩টি পৃথক জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে জুম্ম জাতি গঠিত। সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বের মোকাবেলায় পাহাড়ি জনগণকে একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এই নামকরণ করা হয়। এ নতুন জাতি গঠনের লক্ষ্য ছিল পাহাড়িদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং উপজাতি ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস। জনসংহতি সমিতি তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দানেরও দাবি জানায়।

The CHT Peace Accord recognised the special status of the hill people. Under the Accord a Regional Council (RC) has been formed representing the three hill districts local government councils. The following is the composition of the RC: chairman 1, members (tribal) male 12, members (tribal) female 2, members (non-tribal) male 6, member (non-tribal) female 1. Among the total male tribal members, five will be elected from the Chakma, three from the

Marma, two from the Tripura and one each from the Murang and the Tanchangya. In case of female tribal members one from the Chakma and one from another tribe will be elected. As for non-tribal members two would be elected from each district. The members of the RC will be elected by the elected members of the three hill district councils. Chairmen of the three hill district councils will be the ex-officio members of the Council and they will have the right to vote. The elected members of the RC will elect its chairman. The Council will be elected for five years. It will coordinate and supervise the general administration, law and order, and development activities of the three hill districts. Tribal laws and the dispensation of social justice will also come under its purview. It will coordinate disaster management and relief activities with NGOs and issue license for heavy industries. The government will enact laws relating to the CHT in consultation with the Council.

১৯৯৭ সালে সম্পাদিত চুক্তিতে ১৯৮৯ সালের আইনের কয়েকটি ধারা সংশোধন করে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের গঠন কাঠামো নিম্নরূপ: চেয়ারম্যান ১, সদস্য (আদিবাসী) পুরুষ ১২, (আদিবাসী) মহিলা ২, (অ-আদিবাসী) পুরুষ ৬, (অ-আদিবাসী) মহিলা ১। আদিবাসী পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা এবং ১ জন করে মুরং ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে ১ জন চাকমা এবং অপর জন অন্য আদিবাসী থেকে নির্বাচিত হবেন। অ-আদিবাসী সদস্যের ক্ষেত্রে প্রতি জেলা থেকে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন। তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। এই পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙখলা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে। উপজাতীয় আইন এবং সামাজিক বিচারকার্য এই পরিষদের অধীনে থাকবে। পরিষদ এনজিওদের সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় করবে এবং ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেবে। পরিষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করবে।

10. Give a short description of the insurgency inchittogong Hill Tracts.

Parbatya Chattagram Jana-Samhati Samiti a political organisation of the indigenous tribal peoples of the Chittagong Hill Tracts (CHT). The organisation waged an armed resistance against the government in the 1970's with the object of safeguarding the rights of the hill people. The Jana-Samhati Samiti was established in 1973 with the aim of securing the hill peoples right to autonomy. Soon after its emergence the military wing of the Samiti, SHANTI BAHINI, started its activities. Since then the Bangladesh Army and Shanti Bahini had been in confrontation until the peace accord in 1997.

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন। পাহাড়িদের দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠনটি বিশ শতকের সত্তরের দশকে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে। ১৯৭৩ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী তৎপরতা শুরু করে। তখন থেকে ১৯৯৭ এ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও শান্তি বাহিনী দীর্ঘকাল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল।

Shanti Bahini a political organisation of the people of CHITTAGONG HILL TRACTS. Shanti Bahini was declared to have been formed on 7 January 1973. signed a peace accord with the Shanti Bahini on 2 December 1997. The Shanti Bahini was formally abolished by a declaration in the sixth convention of Jana-Samhati Samiti held in 1999.

শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন cveÆZÅ PëMÉvg RbmsnwZ mwgwZ র একটি সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। জন্য নির্ধারিত সরকার ১৯৯৭

সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৯ সালে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ মহাসম্মেলনে শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।